ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি

[টিআইবি কর্তৃক (অক্টোবর, ২০১৩) প্রকাশিত "তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ফলোআপ]

সার-সংক্ষেপ

২১ এপ্রিল, ২০১৪

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনঃ প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো: ওয়াহিদ আলম ও শাহজাদা এম আকরাম এবং তথ্য বিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন মোহাম্মদ হোসাইন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ।এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি

[টিআইবি কর্তৃক (অক্টোবর, ২০১৩) প্রকাশিত "তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ফলোআপ)

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগনিত। এ দুর্ঘটনার পর তৈরী পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায় হতে জোরালো চাপ সৃষ্টি হয়। টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপরোক্ত গবেষণায় ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। রানা প্লাজার দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক দেশি-বিদেশী বিভিন্ন পর্যায়ে এ খাতের উন্নয়ন, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুশাসনের অন্তরায় দুরীকরণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি কর্তৃক বর্তমানে ফলোআপ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। টিআইবি পরিচালিত পূর্ববর্তী গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। এ ধারাবাহিতকতায় বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী বিগত এক বছওে (এপ্রিল, ২০১৩ হতে এপ্রিল, ২০১৪) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেক লিস্টের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি মার্চ-এপ্রিল, ২০১৪ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

বিগত এক বছরে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে অংশীজন কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর মধ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে- বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন; কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন; খাত সংশ্লিস্ট বিভিন্ন আইনের মধ্যে বিদ্যমান অসমাঞ্জস্যতা চিহ্নিতকরনে টাস্কফোর্স গঠন; ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি(মোট মজুরি ৭৬.৩%), ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য পরিপত্র জারি, ইত্যাদি। এছাড়া শ্রম নীতিমালা এবং বিভিন্ন পরিদর্শন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতের জন্য গৃহিত এ সকল কার্মকান্ডে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এবং কেন্দ্রিয় ভাবে তদারকির জন্য মন্ত্রিপরিষদ ও সচিব কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবার প্রশাসনিক বিভিন্ন অনিয়ম, সমস্যা ও সক্ষমতার ঘাটতি দূরীকরণে বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেমন- রাজউক ও কলকারখানা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রিয় অফিস হতে আঞ্চলিক অফিসে বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে এবং রাজউক কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন ও আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। একই সাথে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ওয়েবসাইট উম্মুক্তকরণ ও প্রকাশ্য তথ্যভান্ডার গঠন, কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও নবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আবেদন অনলাইনে গ্রহনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অপরদিকে, সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অগ্নি নিরাপত্তা সনদ ও নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে একটি ওয়ানস্টপ সেবা কেন্দ্র গঠিত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় মালিক, শ্রমিক ও সরকারের সমন্বয়ে তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি নিরাপত্তা ও কাঠামোগত সংহতির জন্য জাতীয় ত্রি-পক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (এনটিপিএ) প্রণয়ন এবং সাসটেইনইবিলিটি কম্প্যাকট স্বাক্ষর, এনটিপিএ আওতায় অগ্নি, বৈদ্যতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা পরিদর্শনের জন্য অভিন্ন চেকলিস্ট প্রনীত হয়েছে । বায়ার জোট ইউরোপিয়ান বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) ও আমেরিকান বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়াকার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে জরিপ কার্য চলমান রয়েছে এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করা

হয়েছে। সর্বোপরি কর্ম নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে মালিকের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ত্রি-পক্ষীয় কর্মকৌশলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ড বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও প্রয়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা এখনো লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে অস্পষ্টতা ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

বিগত এক বছরে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সার্বিক চিত্র

টিআইবি কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৩ সালের গবেষণায় চিহ্নিত সমস্যার আলোকে ৬৩টি বিষয়ে বিভিন্ন অংশীজনের উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৫৪টি বিষয়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বৃহৎ পরিসরে ১০২ টি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং ৯টি বিষয়ে কোন উদ্যোগ/সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। উদ্যোগ না নেওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- পোশাক খাতের জন্য লীড মিনিস্ট্রি স্থাপন, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ও পোশাক খাতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন বিষয় উল্লেখযোগ্য। ৫৪ টি বিষয়ে গৃহীত ১০২টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৩১% উদ্যোগ সম্পূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৬০% উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে এবং ৯% উদ্যোগে কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

পূর্ববর্তী গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের সূচক সমূহকে (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা ও আইনের শাসন) ভিত্তি ধরে গৃহীত ও চলমান কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান-

সরকার ও সরকারী সংস্থা

কমপ্লায়েন্স ঘাটতি ও অগ্নি দুর্ঘটনায় পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, বিচার না হওয়া ইত্যাদি এ খাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত (টিআইবি, নভেম্বর, ২০১৩)। রানাপ্লাজা পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায় হতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির কারণে এ খাতে আইনি শাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায- ভবন ধ্বস বা কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে কারখানা মালিককে আইনের আওতায় আনা, অভিযুক্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা সেল গঠন এবং অভিযুক্ত কারখানার বিরুদ্ধে জরিমানা ও মামলা প্রদান (কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০ মামলা বিচারাধীন) ইত্যাদি। কিন্তু রানা প্লাজা সংক্রান্ত মামলাগুলো চার্জসিট প্রদান না করা, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা, মামলা পরিচালনায় মালিক পক্ষের সাথে আইনজীবিদেও যোগসাজশ এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে শিথিলতা - এ বিষয়গুলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক প্রভাবক হিসেবে এখনো বিদ্যমান।

আবার, অংশীজন কর্তৃক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পর্যায় বিশ্লেষণে দেখা যায় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রয়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ব্যার্থতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কলকারখানা, রাজউক ও ফায়ারসার্ভিসের পরিদর্শক নিয়োগ প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় নি। এনটিপিএ, অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ডের শর্তানুযায়ী স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ঝুঁকি ও ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বিষয়ক 'হট লাইন' স্থাপনের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় নি; তেমনি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা পোশাক কারখানা পোশাক পল্লীতে স্থানান্তরে ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। নিবন্ধন ও সনদ প্রদানে স্বচ্ছতা আনায়নে অনলাইনের ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাব এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ এখনও বিদ্যমান।

মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, মালিক কর্তৃক অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে প্রদান, হাজিরা খাতা ও বেতন সিট নিয়মিত বিজিএমইতে পাঠানো, শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও বেতন রশিদ প্রদানের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো কারখানায় ৩ থেকে ৪ মাস পর নিয়োগ পত্র প্রদান এবং বেতন প্রদানের সাথে সাথে রশিদ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কোনো কোনো মালিক কর্তৃক কারখানার প্রকৃত শ্রমিক কম দেখিয়ে গ্রুপ বিমা করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। মালিক কর্তৃক কারখানা পর্যায়ে ৮০-৯০ শতাংশ কারখনায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বেতন প্রদান করা হলেও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি, হেলপার পদে আইনানুগ সুবিধা ছাড়া

শ্রমিক ছাঁটাই ও যৌথ দরকষাকষির বিষয়ে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা কিংবা চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে জবাবদিহিতার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। মালিক পর্যায়ে আইনানুযায়ী কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগে গাফিলতি এবং শ্রমিক অধিকার প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়।
বিজিএমইএ কর্তৃক সদস্য কারখানাগুলোর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- গ্রুপ বিমা করা, কারখানার নিচতলায় জেনারেটর স্থাপন, মৃত্তিকা প্রতিবেদন সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে স্বচ্ছতা আনয়নে বিজিএমই কর্তৃক প্রতিশ্রুত শ্রমিকদের সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতের কার্যক্রমে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

শ্রমিক সংগঠন

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত একবছরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু 'ল্যাপটপ ট্রেড ইউনিয়ন' ধরনের নতুন এক ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম লক্ষ করা যায়, যাদের কারখানা পর্যায়ে বাস্তব ভিত্তিক কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না । আবার অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের রাজনৈতিক ও ব্যাক্তি স্বার্থে কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সুবিধা, জমি, ফ্ল্যাট কিংবা বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে চাঁদা আদায় ও প্রতারণা কার্য পরিলক্ষিত হয়।

বায়ার

বায়ার এ খাতের অন্যতম অংশীজন, কিন্তু বায়ার কর্তৃক কারখানার নিরীক্ষা প্রতিবেদন মালিক ও সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে ইন্টারনেটে প্রকাশ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রকৃত তথ্য লুকিয়ে ভুল তথ্য উপস্থাপন করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করা, এবং বিশেষ করে কমপ্লায়েন্স ঘাটতির যুক্তিতে বায়ার কর্তৃক অর্ডার বাতিল ও অন্য বায়ারকে অর্ডার বাতিলে প্রলুব্ধ করার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। বায়ারের এ ভুমিকায় চূড়ান্ত ভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন তথ্য মতে বায়ারের এ ধরনের আচরণে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হতে ৫০ টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছে। আশঙ্কা করা হয় এ ধরণের অবস্থা চলতে থাকলে এ খাতে কর্মরত আরও অনেক শ্রমিক বেকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। বায়ারের সংবেদনশীল অচরণ নিশ্চিত করা না গেলে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়বে। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে ব্যাবসায়িক নৈতিকতার ভিত্তিতে শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এখতিয়ারভুক্ত দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে রানা প্লাজায় অবস্থিত ৫টি কারখানায় কমপক্ষে ২৮টি বায়ার পণ্য উৎপাদনে জড়িত ছিল, কিন্তু অল্প সংখ্যক বায়ার ব্যাতিত বেশিরভাগ বায়ার এ দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে, বায়ার কর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা জরিপ কার্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্নকরণে ধীরগতি লক্ষণীয়। এখন পর্যন্ত অ্যাকর্ড কর্তৃক ১৬২৬ টি মধ্যে ৮০টি, অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৬২৬টি মধ্যে ২৪৭টি এবং বুয়েট কতৃক প্রায় ২০০০ কারখানার মধ্যে ২৪৭টি কারখানার জরিপ সম্পন্ন হয়েছে[১]। দৃশ্যমান এ জরিপ কার্যের ধীরগতি বিস্তারিত টেকনিক্যাল জরিপ কার্যকে যেমন কালক্ষেপণ করবে তেমনি পোশাক খাতে টেকসই কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদে চলমান কার্যক্রমকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। অ্যাকর্ডের শর্তানুসারে ছয় সপ্তাহের মধ্যে জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে না এবং অ্যালায়েন্স কর্তৃক কারখানা পরিদর্শনের রিপোর্ট প্রকাশে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় (শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার রিপোর্ট প্রকাশের বিধান রয়েছে) জরিপ প্রতিবেদনের স্বচ্ছতার ঝুঁকি রয়েছে। জরিপ চলাকালিন সময়ে কারখানার সংস্কার কাজে কারখানা বন্ধ রাখা হলে শ্রমিকের বেতন ধারাবাহিক ভাবে প্রদানে বায়ারের চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার (অ্যাকর্ডের ক্ষেত্রে) রয়েছে, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মালিক-বায়ারের মধ্যে সমঝোতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমপক্ষে প্রথম দু-বছর) কারখানায় অর্ডার প্রদান অব্যাহত রাখার বিধান থাকলেও কোনো কোনো ব্র্যান্ড ও বায়ার কর্তৃক অর্ডার কমিয়ে ফেলা বা অর্ডার না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

অংশীদারি ভবনে গড়ে ওঠা কারখানা সংস্কারে রেমিডিয়েশন ফাণ্ড প্রদানে মালিক বায়ার দ্বন্ধ এবং সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান এরকম শেয়ার বিল্ডিং গড়ে ওঠা ১৫% কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। শ্রমিক অধিকার রক্ষা ও ভবন নিরাপত্তা প্রশ্নে কারখনা বন্ধ হলে কার্যত ক্ষতিগ্রস্থ হবে শ্রমিক। এ জন্য শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে এরকম কারখানার জন্য বায়ারের যৌক্তিক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী

[১] www.mole.gov.bd, accessed on 31 March, 2014.

কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরদিকে এখন পর্যন্ত রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মালিক, সরকার ও বায়ার (প্রাইমার্ক ব্যতিত) কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানে অংশগ্রহণ দেখা যায় না।

কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত খরচ ও শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষের দ্বায়িত্বশীল আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে এ বাড়তি খরচ সংকুলানে ব্র্যান্ড ও খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। পূর্বে বায়ার অতিমুনাফার উদ্দেশ্যে ননকমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদান করত এবং দুর্ঘটনা হলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হত (টিআইবি, ২০১৩), বর্তমানে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তার অজুহাতে ঐসব ননকমপ্লায়েন্ট কারখানাকে কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য সহযোগিতা না করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় চূড়ান্ত ভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে-অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স খারাপ অবস্থায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠার অজুহাতেও শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে ইউরোপিয় শ্রমিক সংগঠন গুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিছ প্রতি বাড়তি ৩ সেন্ট উৎপাদন খরচ প্রদান করা হলে কারখানা পর্যায়ের কমপ্লায়েন্সের এ বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ও টেকসই করার জন্য বায়ার বা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নে ও শ্রমিক কল্যাণে বায়ার ফোরাম ও মালিক কর্তৃক কোন তহবিল গঠনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ ফাণ্ডে কারখানা মালিক কোন অংশগ্রহণ করে না আবার বায়ার কর্তৃকও কোনো ফান্ড গঠন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, রানাপ্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ডে বায়ারের দান হচ্ছে ঐচ্ছিক এটি কোন ক্ষতিপূরণ নয় এবং খাত সংশ্লিষ্ট কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নয়। কার্যত: শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতে মালিক ও বায়ারের সংবেদনশীল ভূমিকার অভাব এখনও বিদ্যমান। এ প্রেক্ষিতে টিআইবির (নভেম্বর, ২০১৩) সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১.৫ সেন্ট প্রদানের (যেখানে বায়ার মালিক অনুপাত হবে ৭৫:২৫) মাধ্যমে একটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। রানা প্লাজা পরবর্তী তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগসমূহ বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থা কর্তৃক সম্পাদনে সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য এ পর্যায়ে কেন্দ্রিভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য 'তৈরি পোশাক খাত সুশাসন কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে। এ কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য থাকবে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় করা এবং অংশীজনের সুশাসন বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

শ্রমিক অধিকার এবং কমপ্লায়েন্স ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যেমন কোন বিকল্প নেই তেমনি শ্রমিকের চাকুরির নিশ্চয়তা ও শিল্পকে চলমান রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্ডার বাতিল, কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে, বায়ার, মালিক ও সরকারকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে শিল্পের টেকসই উন্নয়নে পোশাক পল্লিতে কারখানা স্থানান্তর কার্যকে বেগমান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের গৃহীত ও প্রতিশ্রুত উদ্যোগ সমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল হতে হবে। সর্বোপরি রানা প্লাজা পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বিগত একবছরে অগ্নি, কাঠামোগত নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে প্রায় ৯১% উদ্যোগ সম্পন্ন হয়েছে বা বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে যা বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জন্য অত্যান্ত আশাবাঞ্জক এবং সরকার মালিক, শ্রমিকসহ অংশীজনের ইতিবাচক প্রচেষ্টার প্রক্ষেপন প্রমাণ করে।